করোনাকালীন কক্সবাজারের ইদ্গাও এবং উখিয়া উপজেলায় বাল্যবিবাহ উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে

কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত জরিপ

কোভিড ১৯ মহামারীকালীন সময়ে কক্সবাজার জেলায় বাল্যবিবাহের হার বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা তা গবেষণার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কোস্ট ফাউন্ডেশন একটি জরিপকার্য পরিচালনা করে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, জেলার ইদ্গাও উপজেলায় এ সময়ে বাল্যবিবাহের হার বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ (৮২ শতাংশ) এবং উখিয়া উপজেলায় (৭৫ শতাংশ)।

জেলায় কোভিড-১৯ এর প্রভাব

কোভিড-১৯ এর কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা সমূহের মধ্যে কক্সবাজার জেলা অন্যতম। এছাড়া বিপুল সংখ্যক (প্রায় ৯ লক্ষ্য) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনের ফলে জেলাটি নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। গত ২০২০ সালের মার্চ থেকেই দেশের প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। এতে করে শিক্ষার্থীরা ঘরের চারদেয়ালের মধ্যেই দিন কাটাচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা লকডাউন ও সরকারি বিধিনিষেধের ফলে নিম্ন আয়ের মানুষের নাভিশ্বাস বেড়ে গেছে। বিশেষকরে, দিনমজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, এবং পর্যটন শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মজীবি মানুষ অনেক বেশি আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছে এবং অনেকের আর্থিক অবস্থা দারিদ্র সীমার নিচে চলে গেছে। এতে করে দরিদ্র পরিবারগুলিকে সন্তানদের পড়াশোনা নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন এবং আর্থিক অনিশ্চয়তার কারণে মেয়েদের ভবিষ্যত ও বিয়ের ব্যাপারে চিন্তগ্রস্ত হতে দেখা গেছে। জরিপকৃত গবেষণায় দেখা যায় দেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় কক্সবাজারের বিভিন্ন উপজেলায় বাল্যবিবাহের হার লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্থিক অনিরাপত্তার কারণে বয়স ১৮ এর নিচে হওয়া সত্বেও অনেক পরিবার মেয়েদের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছে যার ফলে বাল্যবিবাহের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

করোনাকালীন সময়ে বাল্যবিবাহের চিত্র

জরিপের মাধ্যমে ২০২০ এবং ২০২১ এই দুই বছরের তথ্য সংগ্রহ করা হয় যেখানে ২২৪ জন (৫৮% শতাংশ) মহিলা ও ১৬০ জন (৪২% শতাংশ) পুরুষ সদস্য এই জরিপে অংশগ্রহণ করেন। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বাল্যবিবাহের প্রবণতা ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি (মেয়ে ৫৩ % এবং ছেলে ২৩ %)। সবচেয়ে বেশি বাল্যবিবাহের হার দেখা যায় ইদ্গাও উপজেলায় (৮২ শতাংশ)। অন্য যেসব উপজেলায় বাল্যবিবাহের হার তুলনামূলক বেশি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উখিয়া উপজেলা (৭৫ শতাংশ) এবং রামু উপজেলা (৭২ শতাংশ)। এছাড়া টেকনাফ উপজেলায় ৬৬%, মহেশখালী ৬১%, কুতুবদিয়া ৫৪%, কক্সবাজার সদর ৫১%, চকরিয়া ৩২% এবং সবচেয়ে কম ২৬% পেকুয়া উপজেলায়। বিশেষত অনুন্নত এলাকা গুলোতেই বিয়ের হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংখ্যাতাত্বিক হিসেবে মোট ৩৮৪ জন উত্তর দাতার মধ্যে ২৪৩ জনের পরিবারে কমপক্ষে একজন মহিলা সদস্যের

বিয়ে প্রত্যক্ষ হয়েছে এবং বাকি পরিবার গুলোতে ছেলে সদস্যেদের বিয়ের তথ্য পাওয়া গেছে। ছেলেদের বাল্য বিবাহের চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় কক্সবাজার সদর উপজেলায় ছেলেদের বাল্য বিবাহের হার সবচেয়ে বেশি (প্রায় ৩৯ শতাংশ)। এছাড়া টেকনাফ উপজেলায় এ হার (৩৮ শতাংশ) এবং উখিয়া উপজেলায় (৩৩ শতাংশ)। জেলার সার্বিক চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় ছেলেদের বিয়ের গড় বয়স ২৪ বছর এবং মেয়েদের ১৭ বছর। এতে প্রতীয়মান হয় যে জেলায় মেয়েদের বাল্যবিবাহের হার উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাল্যবিবাহ বৃদ্ধির কারণ

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় জরিপে অংশগ্রণকারীদের ভাষ্যমতে প্রায় ৬৩ শতাংশ বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে কোভিড ১৯ মহামারীকালীন সময়ে। যার মধ্যে ৪৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন দীর্ঘ সময় স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকা এ সময়ে বাল্যবিবাহ বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। এছাড়া ২৬ শতাংশ মানুষ মনে করেন অর্থনৈতিক দৈন্য এবং ২২ শতাংশ মানুষ মনে করেন করোনার সময়ে চাকুরী হারানোর ফলে অধিকাংশ পিতামাতা কম বয়সে সন্তানদের বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে যারা এগিয়ে এসেছে

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল কিনা প্রশ্নের জবাবে ৫৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ পুলিশ প্রশাসন এবং উপজেলা চেয়ারম্যানের দ্বারস্ত হয়েছে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য। ৩৯ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যরাও বাল্যবিবাহ বন্ধে গুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া ৩৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা বাল্যবিবাহ বন্ধে গুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং ৩২ শতাংশ মানুষ মনে করেন স্থানীয় সম্প্রদায়ের অনেকেই বাল্যবিবাহ বন্ধে এগিয়ে এসেছে। তবে ২২ শতাংশ

মানুষ মনে করেন এনজিও প্রতিষ্ঠানসমূহ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যকরী ভুমিকা পালন করেছে।

অংশগ্রহণকারীদের মতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করনীয়

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যায় এমন প্রশ্নের জবাবে ৬৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন ভূয়া জন্মনিবন্ধন সনদ তৈরি বন্ধ করা গেলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এছাড়া ৬৪ শতাংশ মনে করেন স্কুল-কলেজ খুলে দিয়ে বাল্যবিবাহ অনেকাংশে কমে যাবে। অন্যান্যদের মধ্যে ৩৮ শতাংশ মনে করেন আইনের যথাযত প্রয়োগের মাধ্যমে এবং ৩২ শতাংশ মনে করেন দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার ন্যায় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করলে বাল্যবিবাহ অনেকাংশে কমে যাবে। পাশাপাশ স্থানীয় সম্প্রদায় পর্যায়ে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের মাধ্যমেও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে অনেকেই মনে করেন।

শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের সাথে বাল্যবিবাহের সম্পর্ক

গবেষণায় অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে ৬৩% শতাংশ নারী সদস্যের বিয়ের তথ্য পাওয়া গেছে। বিপরীতে পরিবারে পুরুষ সদস্যেদের বিয়ের তথ্য পাওয়া গেছে ৩৭% শতাংশ। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় মেয়েদের শিক্ষার্কাযক্রমে তথা স্কুলে যুক্ত থাকার গড় সময় ছেলেদের তুলনায় বেশি। গড় হিসেবে দেখা যায় মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষার গড় নবম শ্রেণী পর্যন্ত এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত। পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে বাল্য বিবাহের সম্পর্ক পাওয়া গেছে। দেখা গেছে উত্তরদাতাদের মধ্যে যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশের চেয়ে বেশি তাদের পরিবারে বাল্যবিবাহের হার মাত্র ৫% শতাংশ। বিপরীতে যেসব পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা তুলনামূলকভাবে কম তাদের পরিবারে বাল্যবিবাহের হার ৩৫% এবং যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্বাক্ষর দেয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, সেসব পরিবারে বাল্যবিবাহের হার ৫২%। পরিবারের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা হিসেব করলে দেখা যায় প্রায় ৫১% উত্তরদাতা মধ্যে নিম্ন আয়ের পরিবার হতে এবং ৪৪% মধ্যবিত্ত পরিবারের। যদিও আয়ের পরিমান, আয়কারী ব্যক্তির সংখ্যা, ঘরের অবস্থা এবং আয়ের উৎস প্রভৃতি বিবেচনায় আনা হয়নি। দেখা গেছে পরিবারের আর্থিক অবস্থার সাথে বালবিবাহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সবচেয়ে বেশি বাল্যবিবাহ পাওয়া গেছে নিম্ন-আয়ের পরিবারের যা প্রায় ৬৪%,অন্য দিকে মধ্য আয়ের পরিবারে বাল্যবিবাহের হার নিম্নবিত্তের চেয়ে কম এবং উচ্চবিত্ত পরিবারে এই হার সবচেয়ে কম। গবেষণায় মধ্যবিত্ত পরিবারের ৩২% এবং উচ্চবিত্ত পরিবারে মাত্র ৪% বাল্যবিবাহের তথ্য পাওয়া গেছে।

জরিপের আওতা ও নমুনায়ন পদ্ধতি

কক্সবাজার জেলার অন্তভুর্ক্ত সকল উপজেলায় (মোট ৯টি) এই জরিপ চালানো হয়। জেলার ৩২টি ইউনিয়ন ও ৩টি পৌরসভা (কক্সবাজার , মহেশখালী ও চকরিয়া পৌরসভা) থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। সংখ্যাভিত্তিক ও গুনগত উভয় প্রকার জরিপ পদ্ধতি পরিচালনা করা হয়। বাল্য বিবাহের প্রকৃত চিত্র যাচাইয়ে গ্রাম ও শহর উভয় প্রেক্ষাপট যাচাই করা হয়ছে। দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ইউনিয় র্নিবাচন করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ উত্তরদাতা বা 'কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিওয়ার" এর মধ্যে তথ্য গ্রহন করা হয়-শিক্ষক ,ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার, চেয়ারম্যান, এলাকার বিশিষ্ঠ মানুষ, তরুন-তরুণী,ও সরকারী কর্রচারীদের কাছ থেকে। করোনা মহামারী সময়ে কক্সবাজারের অধিকাংশ এলাকায় গনজমায়েত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার কারনে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। ৩৮৪টি নমুনা নির্ধারন করা হয়, যার কনফিডেন্স লেভেল ৯৫%, মার্জিন অব এরর লেভেল ৫% এবং কনফিডেন্স ইনটারভাল ৫ ধরা হয়।

জরিপের সময়কাল ও জরিপ পরিচালনাকারীদের তথ্য

এই গবেষণাকাজে উপাত্ত সংগ্রহের সময়কাল ছিল ২৩ আগষ্ট ২০২১ হতে ২৬ আগষ্ট মোট ৪দিন। মোট ৪৩ জন তথ্য সংগ্রহকারী এই জরিপকাজে যুক্ত ছিলেন যাদের মধ্যে ৯ জন দলনেতা সরাসরি তত্ত্বাবধান ও সহায়তা প্রদান করেন। এই জরিপ কাজে মোট ৩৮৪ জন উত্তরদাতা হতে বিভিন্ন বিষয় যেমন বয়স, আর্থিক অবস্থা, পরিবারের লোকসংখ্যা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত প্রভৃতি বিষয় বিবেচনার্পূবক পরির্পূণভাবে সাক্ষাতকার গ্রহন করা হয়।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন-

কক্সবাজার অফিস: কোস্ট ফাউন্ডেশন, ৭৫ লাইট হাউস, কলাতলী, কক্সবাজার।
ঢাকা অফিস: কোস্ট ফাউন্ডেশন, বাড়ি: ১৩, সড়ক-২, শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭. www.coastbd.net